ড. সালমান আল আওদা

মাআল মুস্তফা

(সিরাতে রাসূলের সুরভিত পাঠ)

অনুবাদ : ফারুক আজম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

তামাম দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছে একটি নাম—মুহাম্মাদ ﷺ। কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষের বুকের গহিনে তাঁর বসবাস। লাখো-কোটি দরুদ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর শানে। দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তর থেকে অনুসরণ করছে কোটি মানুষ। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। বর্তমান সময়ের ভাষায় তিনিই পৃথিবীর 'বেস্ট সেলিব্রেটি'।

প্রিয় নবিজির পুরো জীবনটা দুনিয়াবাসীর কাছে উন্মুক্ত বই। তাঁর জীবন-পৃষ্ঠা উলটিয়ে যা ইচ্ছে আমরা পড়তে পারি, শিখতে পারি। প্রতিটি অধ্যায় মণি-মুক্তোয় ভরপুর। এই মহামানবের সমগ্র জীবন আমাদের হিদায়াতের পথ ও পাথেয়।

পৃথিবীর সকল সেলিব্রেটি অন্তত কিছু না কিছু 'একান্ত ব্যক্তিগত' বলে গোপন করে। কিন্তু দেখুন না আমাদের নবিজিকে; সবকিছুই তিনি উন্মুক্ত করেছেন উম্মতের জন্য। নবিজির বহির্জীবন নিয়ে বলেছেন সাহাবিগণ, ঘরের জীবন নিয়ে বলেছেন উম্মুল মুমিনিন। তাঁরা নবিজির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছেন এবং সেগুলো দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। এমনভাবে নবিজিকে রেকর্ড করা হয়েছে, সাড়ে চোদ্দোশো বছর পরেও মনে হয় যেন, তিনি এই তো কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বাবা-মা কিংবা শিক্ষকের চেয়েও নবিজিকে বেশি জানি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নিজেদের চেয়েও নবিজিকে বেশি উপলব্ধি করতে পারি এবং ভালোবাসি। আমাদের ধ্যান-জ্ঞান এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু 'উসওয়াতুন হাসানা' প্রিয় নবিজি।

নবিজির জীবন নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশকিছু কাজ হয়েছে, সামনে আরও হবে। গার্ডিয়ান সচেতনভাবেই বাংলা সিরাহ নিয়ে এই কাজটা পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ধরে নিন, সিরাহ সমুদ্রে এটা এক ফোটা পানি মাত্র। সমুদ্রে এক ফোটা পানি ঢেলেছেন বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার, সৌদি আরবের কারাবন্দি মজলুম আলিম ড. সালমান আল আওদা। আমরা দুআ করছি, রাব্বুল আলামিন তাঁকে হিফাজত করুন। এই গ্রন্থ প্রচলিত সিরাহ নয়; নবিজির জীবনের সাথে আমাদের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে ফেরার এক প্রচেষ্টার নাম 'মাআল মুস্তফা'। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক জনাব ফারুক আজম। লেখক, অনুবাদক এবং গ্রন্থটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'মাআল মুস্তফা' গ্রন্থে আমরা নবিজিকে আরেকবার জীবনের সাথে মিলিয়ে নেব, তাঁর জীবন থেকে পাথেয় কুড়িয়ে নেব, ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ নভেম্বর, ২০২০

অনুবাদকের কথা

পৃথিবী তখন ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন। চারদিকে অন্ধকারের কালো থাবা। অন্যায়-উৎপীড়ন, অনিয়ম- অবিচার, জুলুম-অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট সমাজ জীবন। কোথাও কোনো নিয়ম নেই, নেই সুবিচারের নিশ্চয়তা। বাহুবল ও পেশিশক্তি সেখানে শেষ কথা। ক্ষমতার জোর ও প্রতিপত্তির দণ্ডের কাছে ডুকরে কেঁদে উঠে মানবতা। অধিকারহারা মানুষের চাপা আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে যায়। বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অস্ফুট স্বর শোষকের গর্জনের কাছে ক্ষীণ হয়ে আসে। নিষ্ঠুর সমাজ নির্বিকার তাকিয়ে রয়। পাথুরে হৃদয়ে কি আবেগের ঢেউ খেলে? মরুভূমির শূন্য বিয়াবানে কি শীতল জলের ধারা পাওয়া যায়? সেখানে তো কেবল খরখরে শূন্যতা। মরুচারী বেদুইনরাও হয়ে গিয়েছিল মরুভূমির মতোই; ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য আর কঠোর।

মরুচারী বেদুইনরা ছিল স্বেচ্ছাচারী, উন্মাদ। বেপরোয়া বল্গাহীন তাদের জীবনধারা। কথায় কথায় নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া কিংবা সামান্য বিষয় নিয়ে প্রতিপক্ষের মস্তক উঁড়িয়ে দেওয়া ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে বেড়াত যুদ্ধ-হানাহানির অভিশাপ। মৃত্যুকালে পিতা পুত্রকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার, প্রতিশোধ নেওয়ার অসিয়ত করে যেত। এমনই ছিল তাদের প্রতিশোধস্পৃহা, প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষোভ ও রোষ। অবলীলায় নিজের জীবন বিলিয়ে দিত। এমনই বোকা, নির্বোধ ও প্রতারিত ছিল তারা। তাদের এই আত্মঘাতী জীবনাচার দেখে যেকোনো বিবেকবান মানুষের হৃদয় সমবেদনা ও করুণায় ভরে উঠবে। মানুষেরই যদি তাদের দেখে দয়া হয়, তাহলে মানুষের রবের কেমন হবে; যাঁর দয়ার ভান্ডার সমুদ্রের অথই জলরাশির চেয়েও বেশি।

আল্লাহর দয়া হলো। সেই দয়ার প্রস্রবণ ধূলির ধরায় নেমে আসে। আবির্ভাব হয় মহামানবের, রাহমাতাল্লিল আলামিনের।

মরুভূমিতে প্রাণ ফিরে আসে। ঊষর রুক্ষ পৃথিবী সুফলা হয়ে ওঠে। এ যেন ফুলফোটা পাখিডাকা বসন্তের আগমন! চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। উৎসবের আমেজ শুরু হয়। চারদিকে খুশির ঝিলিক। আমিনার গৃহে এক চাঁদের টুকরো জন্ম নিয়েছে। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবের মনে বাঁধভাঙা উল্লাস। তিনি তড়িঘড়ি করে কাবার পথে পা বাড়ালেন। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁর চাঁদের টুকরো নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ–প্রশংসিত। সবাই এসে জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা আব্দুল মুত্তালিব! আপনি কোনো পূর্বপুরুষের নামে নাতির নাম রাখলেন না কেন?' আব্দুল মুত্তালিবের স্পষ্ট জবাব—'আমার ইচ্ছে—আসমান-জমিনের সবাই আমার নাতির প্রশংসা করুক। সমগ্র জাহান তাঁর প্রশংসায় মুখর হোক। তাই আমার নাতির নাম হবে মুহাম্মদ—প্রশংসিত।

সময় বয়ে চলে। আমিনার গৃহের সেই নবজাতক ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠে। যে-ই তাঁকে দেখে, তাঁর মায়াময় চেহারার মায়ায় পড়ে। তাঁর কোমল আচরণের, অনুপম গুণাবলির প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যায়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীর সংখ্যা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন সবার আস্থা ও ভরসার পাত্র; এমনকী ঘোর শত্রুর কাছেও রাসূল ছিলেন পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। হয়ে উঠলেন পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ—'উসওয়াতুন হাসানা'।

এই মহান বিপ্লবী ও সংস্কারকের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা এবং তার শিক্ষা নিয়েই রচিত হয়েছে 'মাআল মুস্তফা'। এটা কোনো গড়পড়তা সিরাত গ্রন্থ নয়। নবি-জীবনের আদ্যোপান্ত বিবরণও এখানে পাবেন না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতাও এখানে রক্ষা করা হয়নি। কিছুতেই এই বই বাজারের আর দশটা সিরাত গ্রন্থের সাথে মেলে না। এই বই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর আঙ্গিক ও বিন্যাস, মাত্রা ও ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। এই বইয়ে রাসূলের জীবনের নানা দিক, নানা রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনের নানা সংকট, সমাজের নানা টানাপোড়েন, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান খোঁজা হয়েছে এই গ্রন্থে। তাই এই গ্রন্থ সাধারণ কোনো নবি-জীবনী তো নয়-ই; বরং রুগ্‌ণ মানবতার তরে এক মহা পথ্য-প্রেসক্রিপশন; যার সেবন ও অনুসরণে তার সুস্থতা ও আরোগ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবকিছুর মূলেই যেহেতু মানুষের জীবন, সেই জীবনের পরতে পরতে যে বাধা ও বিপত্তি রয়েছে, তার মহৌষধ হলো এই গ্রন্থ। এখানেই শেষ নয়; আরও আছে। মুসলিম বিশ্ব আজ কোন সমস্যায় জর্জরিত, কী তার সমাধান? ফিলিস্তিন সংকটের উত্তোরণ কোন পথে? ইসলামি দল ও মুসলিম শাসকদের সমস্যা কোথায়? মুসলিম স্কলারদের চিন্তার প্রান্তিকতার কারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে দায়ী কে—এন্তার সব বিষয়ের সমাধান খোঁজা হয়েছে সিরাতের শীতল ছায়ায়। এক ধাপ বাড়িয়ে বলতে পারি—মুসলিম জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায়ের বিপর্যয় পর্যন্ত মোটামুটি সব বিষয়কে সিরাতের জ্যোতিতে দেখার এক প্রয়াশই হলো এই গ্রন্থ।

ফারুক আযম
৪ নভেম্বর, ২০২০

সূচিপত্র

ভাসে চোখের তারায় তারায়—০১	৯
ভাসে চোখের তারায় তারায়—০২	১৭
আবু তালিব : ছায়া ও মায়ার পৃথিবী	২৪
দহনকাল	২৯
তায়েফের দিন	৩২
ইসরা ও মিরাজ	৩৯
অদৃশ্যে বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত	৪৫
ইসলামে নামাজের অবস্থান	৫১
কর্মের প্রান্তরে	৫৫
বদরের যুদ্ধবন্দি	৬২
মক্কায় খুবাইব	৭০
ক্ষমা ও সদাচরণ দিবস	৭৬
খাদিজা ﵂-এর গৃহে	৮৫
দাম্পত্য জীবনের একঝলক	৯২
আয়িশা ﵂-এর গৃহে	৯৬
কুরআনের অনুরূপ চরিত্র	১০২
মানুষ হিসেবে আল্লাহর রাসূল	১০৮
সৌন্দর্যের প্রেমিক	১১৪
স্বপ্ন	১২১
রেগে যাবেন না	১২৮
বিচ্ছিন্ন হয়ো না	১৩৫
সবচেয়ে জনবহুল শহর রোম (ইস্তাম্বুল)	১৪৩
দায়ি নবি	১৫০

দয়ার নবি ১৫৭
আস্থাবান নবি ১৬৪
অবিচল নবি ১৭১
আল্লাহর সাথে রাসূলের সম্পর্ক ১৭৬
রাসূল এবং কথা বলার শিষ্টাচার ১৮৩
ইসলাম ও মানবাধিকার ১৮৯
তিনি তাঁদের পিতা ১৯৫
বারণ করা লোকটি ২০০
মুসলমানের ফরজ কাজ ২০৭
জ্ঞানের পথে ২১৪
মুখ সামলে রাখুন ২২০
মুসলমানদের সম্ভ্রম ২২৭
পবিত্র কাবা শরিফ ২৩১
হাউজে কাওসার ২৩৮
সৎকর্মপরায়ণ ২৪৩
সে যদি আমার বন্ধু না হতো ২৫০
আব্রুর সুরক্ষা ২৫৫
নিরাপদ নগরী ২৬০

ভাসে চোখের তারায় তারায়—এক

নবিজির জীবন : বইয়ের খোলা পাতা

মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়ে নবুয়তের সমাপ্তি করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> ‘তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি।’ সূরা আহজাব : ৪০

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানবতার জন্য আদর্শরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সূরা আহজাব : ২১

এই আয়াত থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়, রাসূল ﷺ-এর জীবন তাঁর চারপাশের সকলের জন্য ছিল বইয়ের খোলা পাতার মতো; বন্ধু ও শত্রু, পুরুষ ও নারী, বড়ো ও ছোটো, কাছের ও দূরের নির্বিশেষে সবার কাছেই তাঁর জীবন ছিল স্পষ্ট, পরিষ্কার। কোথাও কুয়াশার আচ্ছন্নতা নেই; বরং রোদ ঝলমল দিনের মতোই উজ্জ্বল। সবাই তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি জানত; তাঁর ব্যক্তিগত ও সাধারণ ব্যাপারগুলো নিয়েও প্রত্যেকে ওয়াকিবহাল ছিল। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার— যা বাইরের মানুষের পক্ষে জানা দুরূহ ছিল, সেগুলোও উম্মুল মুমিনিনরা মানুষের স্বার্থে সবিস্তারে সবার কাছে পৌঁছে দিতেন; বিন্দুবিসর্গও বাদ পড়ত না। অথচ ব্যাপারগুলো ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। তাই আজ আমরা দীর্ঘতর সময় পরও তাঁর অন্দরমহলের খবরগুলো জানি। তাঁর খাওয়া ও পান করার শিষ্টাচার, সফরের ধরন ও ঘরের রুটিন, জাগরণের অবস্থা এবং বিছানায় ঘুমানোর পদ্ধতি; এমনকী তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার কথাও আমাদের কাছে অবিদিত নয়।

মানুষের জীবনের অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার থাকে, থাকে একান্ত কিছু বিষয়— যা আমরা তেমন গুরুত্বের চোখে দেখি না কিংবা তা নিয়ে খুব একটা ভাবিও না। অনেক বড়ো বড়ো মানুষ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনে এমন অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার থাকে—যা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, সেসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করি না। আমাদের খুব কাছের মানুষ, খুব কাছের আপনজন, বাবা-মা কিংবা শিক্ষকদের জীবনের ছোটোখাটো ও সাধারণ বিষয়গুলো আমাদের চোখে পড়ে না। এমনকী নিজেদের জীবনেও এমন ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা তেমন একটা আগ্রহী না। আমরা অনেকেই হালকাচালে লঘু মেজাজে অনেক কাজ করি ফেলি। আর সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলি—'আমি তো এত ভেবে করিনি।' আবার অনেক সময় কৃতকর্মটির সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা নিয়ে আড়ষ্টতা বোধ করি। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জীবনের সবকিছু; ছোটো থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ও আমরা সবিস্তারে জানি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর জীবনটা আমরা জানি; তা যেন বইয়ের খোলা পাতা। তাঁর জীবনে কোথাও কোনো খাদ নেই। সর্বাঙ্গ স্বচ্ছ এক অনিন্দ্যসুন্দর জীবন!

সংরক্ষিত জীবনী

মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, রাসূলের জীবন সংরক্ষণের; একেবারেই সবিস্তারে, খুঁটিনাটিসহ। আপনি যখন রাসূলের জীবনীর ওপরে লেখা মৌলিক গ্রন্থগুলো হাতে নেবেন—যেমন : ইমাম তিরমিজির *আশ শামায়েল আল মুহাম্মাদিয়া* এবং আলবানির *মুখতাসারা* ইত্যাদি, অবাক নয়নে দেখবেন—সেখানে তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা আছে। এমনকী সেসব গ্রন্থগুলোতে চুলে ও মাথায় পাক ধরার মতো তুচ্ছ বিষয়েরও যথাযথ বিবরণ আছে। হজরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

'আমি নবিজির চুলে ও মাথায় গুণে গুণে চোদ্দোটি শুভ্র চুল পেয়েছি।' মুখতাসারুশ শামায়েল

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

'তাঁর মাথায় ও চুলে বিশটিও শুভ্র কেশ নেই।' বুখারি ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৫৯০০

অন্য বর্ণনায় আছে—

'যখন আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে তুলে নেন, তখনও বার্ধক্য তাঁর ওপর একেবারে জেঁকে বসেনি। ওফাতের দিন তাঁর চুল ও দাড়ি মিলে ৩০টির বেশি পাকা চুল পাওয়া যায়নি।' কাশফুল মুশকিল ৩/২২২

নবিজির জীবনী এতটাই সংরক্ষিত, তাঁর পাকা দাড়ি ও চুলে সংখ্যাও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে; এমনকী সেই কেশগুলোর অবস্থানও নির্ধারিত আছে!

সিরাতে নববির সবচেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল দিক হলো—এসব সংরক্ষণের নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য নবিজির চরিত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী এক অনুপম রীতিতে সিরাতে নববির সংরক্ষণ করেছেন। এই উম্মাহর আলিম, ইতিহাসবিদগণ সিরাত সংরক্ষণে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছে। আর এই কাজে তাঁরা পূর্ববর্তী সকল জাতিকে পেছনে ফেলেছেন। এই ময়দানে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে অন্য কোনো জাতির তুলনাই চলে না। অন্যান্য জাতি নিজেদের নবি ও রাসূলের ব্যাপারে যা লিখেছে, তা মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর ওপর লিখিত গ্রন্থের তুলনায় অতি নগণ্য!

আপনি যদি কোনো ইহুদিকে মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, সে বড়োজোর কিছু দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত কথা বলতে পারবে। সে কথার না আছে কোনো ভিত্তি, আর না আছে কোনো বাস্তবতা।

কিন্তু মুসলিম আলিমগণ রাসূলের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য ব্যাপারেও নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনার পরম্পরা অতি নিখুঁত ও নির্ভেজাল; কোথাও কোনো কালিমার লেশ নেই। বর্ণনাকারীদের নামও অতি যত্নে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এমনকী সেই যুগে বর্ণনাকারীদের প্রায় পাঁচ লাখ নাম পাওয়া যায়! অথচ এই মহান আলিমদের কাছে কোনো ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টাইপরাইটার ইত্যাদি উন্নত ছাপার যন্ত্র ছিল না। কিন্তু তাঁদের স্মরণশক্তি ও মুখস্থ করার ক্ষমতা ছিল অভাবনীয়। এমনকী এই স্মরণশক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতাকেও হার মানায়। তাঁদের এই প্রখর স্মরণশক্তি ও অমানুষিক শ্রম ব্যবহৃত হয়েছে রাসূলের সুন্নাহ ও নির্দেশনাকে সংরক্ষণে, তাঁর জীবনীর সুরক্ষায়।

নিষ্কলুষ জীবনী

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে দিয়েছেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ এবং তাঁর ভেতর-বাহিরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করেছেন। 'সিরাত' পড়তে গিয়ে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো—সমগ্র সিরাতই ভালোবাসা ও প্রীতির দিকে আহ্বান করে; এমনকী তাঁর বাহ্যিক রূপও। আপনি যখন নবিজির সমস্ত দেহাবয়ব ও আকৃতির পূর্ণ বর্ণনা পড়বেন, যেমন : তাঁর চুল, বাহ্যিক রূপ, চেহারার সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-অবয়ব ইত্যাদি, তখন আপনার হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রাণ ভরে উঠবে ঈমানি শক্তিতে।

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং মানুষের সঙ্গে লেনদেন ছিল আরও আশ্চর্যের। তাঁর সবকিছুই সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে তোলে। আর তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের আলামত। মুহাম্মাদ-এর নামে সাক্ষ্য দেওয়ার দাবিই হলো—তাঁর প্রতি সত্য ও স্বচ্ছ ভালোবাসা পোষণ করা।

সিরাত পাঠে ভালোবাসার সৃষ্টি

নিঃসন্দেহে সিরাত পাঠ এবং সিরাত গবেষণায় এই ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। বড়োই পরিতাপের বিষয়—যদি দৈনন্দিন তাসবিহ পাঠের মতোই সিরাতের নির্দিষ্ট কোনো অংশ পড়া হতো, প্রতিদিনের জন্য একটা অংশ নির্ধারিত থাকত, তাহলে রাসূলের সাথে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হতো; শুধুই নামের অনুসরণ হতো না। রাসূলের জীবনের নানা পর্যায় ও পরিবর্তনের সাথে পরিচয় ঘটত, তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হতো। তাঁর দিনাতিপাতের ধরন ও প্রকৃতি, কার্যাবলি ও নানা অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত। আর প্রকৃত ব্যাপার হলো—আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, হৃদয় ও মন তাঁকে অনুসরণের জন্য তত বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

এখনকার সময়ে দেখুন, অনেক মুসলিম যুবক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ইউটিউব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে অনেক তারকা, ক্রীড়াবিদ, অ্যাথলেটদের 'লাইফস্টাইল' সম্পর্কে জানে। তাদের সম্পর্কে বেশ ধারণা রাখে এবং তাদের অন্ধভাবে অনুকরণ করে। শুধু অনুকরণই নয়; বরং অনেকে আছে যারা অনুকরণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। এর মূল কারণ হলো—প্রতিনিয়তই তাদের দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা, তাদের জীবন ও জীবনের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।

আজ রক্ষণশীল সমাজে বেড়ে ওঠা, দ্বীনদার পরিবারে জন্ম নেওয়া কোনো তরুণীর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। তার পোশাকে, চুলের বিন্যাসে, কাজের ধরনে, ভাষার ব্যবহারে এবং হাস্যরসিকতায় কথিত 'মডেল' ও 'স্টার'দের অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়। তার স্বপ্নের মানুষ হলো শিল্পী, সিনেমা তারকা কিংবা টেলিভিশনের উপস্থাপিকা। তাদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে তার স্বপ্ন, ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ হচ্ছে। তার পছন্দের মডেলই একমাত্র তার অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে এটাই অধিকাংশ মুসলিম তরুণদের মনের অবস্থা।

কারণ, তার কাছে এর চেয়ে উত্তম আদর্শের সন্ধান জানা নেই। এর চেয়ে আলোকিত প্রদীপ্ত জীবনের মশাল হাতে এগিয়ে আসা কোনো মডেলের খোঁজ নেই। তার টেবিলে পড়ে আছে হাল সময়ের তারকাদের অর্ধনগ্ন ছবিপূর্ণ ম্যাগাজিন। অধুনাকালের ফ্যাশন শো'তে অংশ নেওয়া যুবতিদের কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গি।

তাই এদের কাছে তুলে ধরতে হবে রাসূলের হেরার জ্যোতিতে ভাস্বর দীপ্তিময় জীবন, ওহির আলোয় স্নাত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি। সিরাতের শিক্ষা ও কুরআনের দীক্ষাই পশ্চিমা আকাশ সংস্কৃতির বানে ভেসে যাওয়া তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে। দিশাহীন পথভোলা পথিককে প্রকৃত গন্তব্যের দিশা দিতে পারে।

সিরাতের সাথে প্রজন্মের সম্পর্ক উন্নয়ন

এই প্রজন্মের কাছে আমাদের দায় আছে। তাদের কাছে আমাদের গৌরবময় অতীত এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমুজ্জ্বল জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমরা যদি আমাদের সন্তান ও নতুন প্রজন্মের কাছে রাসূলের জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সঠিকরূপে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে তারা সিরাত পাঠের প্রকৃত স্বাদের সন্ধান পাবে। বিকল্প খুঁজতে যাবে না। অলীক, কৃত্রিম সারবত্তাহীন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর পেছনে ছুটে জীবনের অপচয় করবে না।

ভাসে চোখের তারায় তারায়—দুই

সাহায্য করুন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও

কবি বলেন—

‘মুহাম্মাদ আপন দাওয়াত দিয়ে পৃথিবীকে মুক্ত করেছে,
তাদের দেখানো পথে আমাদের জন্য রয়েছে শক্তি ও প্রাণ,
তিনি না হলে আবু জাহেলরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেই যেত,
আবস এবং জুবইয়ান গোত্র রক্তের বন্য বয়ে দিত!’[১]

রাসূল ﷺ-এর সিরাতের কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। নেই কোনো গোপনীয় ব্যাপার; বরং রাসূলের সিরাত যেন খোলা গ্রন্থ, সুস্পষ্ট কিতাব। মক্কায় পৌত্তলিক মুশরিকরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল। মদিনায় তাঁর চারপাশে ছিল ইহুদি, মুনাফিক ও পৌত্তলিকরা; বরং সমগ্র আরব উপদ্বীপই ছিল পৌত্তলিকতার বিস্তৃত প্রান্তর, ক্রীড়াভূমি। মক্কার উপকণ্ঠে প্রতিমা স্থাপিত ছিল। শত্রুরা তাঁকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আটছিল! অথচ রাসূল ﷺ তাদের ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের দিন গণক্ষমা ঘোষণা করেন। সারা জীবন যারা তাঁকে হত্যা করতে নানা অপকৌশল এঁটেছিল, তাদের অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন।

নবিজির প্রতি কুরআনের সতর্কবাণী

আপনি রাসূলের ঘরের অবস্থা দেখে অবাক হবেন। কুরআন ঘোষণা করছে—

‘স্মরণ করুণ! আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাঁকে বলছেন—“আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন।” আপনি অন্তরে যা গোপন করেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। আপনি মানুষের ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা অধিক সংগত।’ সূরা আহজাব : ৩৭

[১]. কবি ওয়ালিদ আল আজমি